

৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৩

টপিক:

- ✓ যুগ বিভাগ
- ✓ প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ

৬৯ - ১২৩০ → মঙ্গল
১২০১ - ১৪৯০ → মঙ্গল
১৪৯১ - ১৬৯০ → অক্ষয়





বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- চর্যাপদের ~~ধর্মমত~~ সম্পর্কে লিখুন? [৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]
- বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন? [৪৬তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন? [৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন? [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
- চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন? [৪৪তম বিসিএস]
- চর্যাপদের বিধৃত বাঙালি জীবনের পরিচয় দিন? [৪৩তম বিসিএস]

মর্মান্বিতা মুদ্রণ
সমন্বিত - মোট + মর্মান্বিতা
বিষয়
সমন্বিত

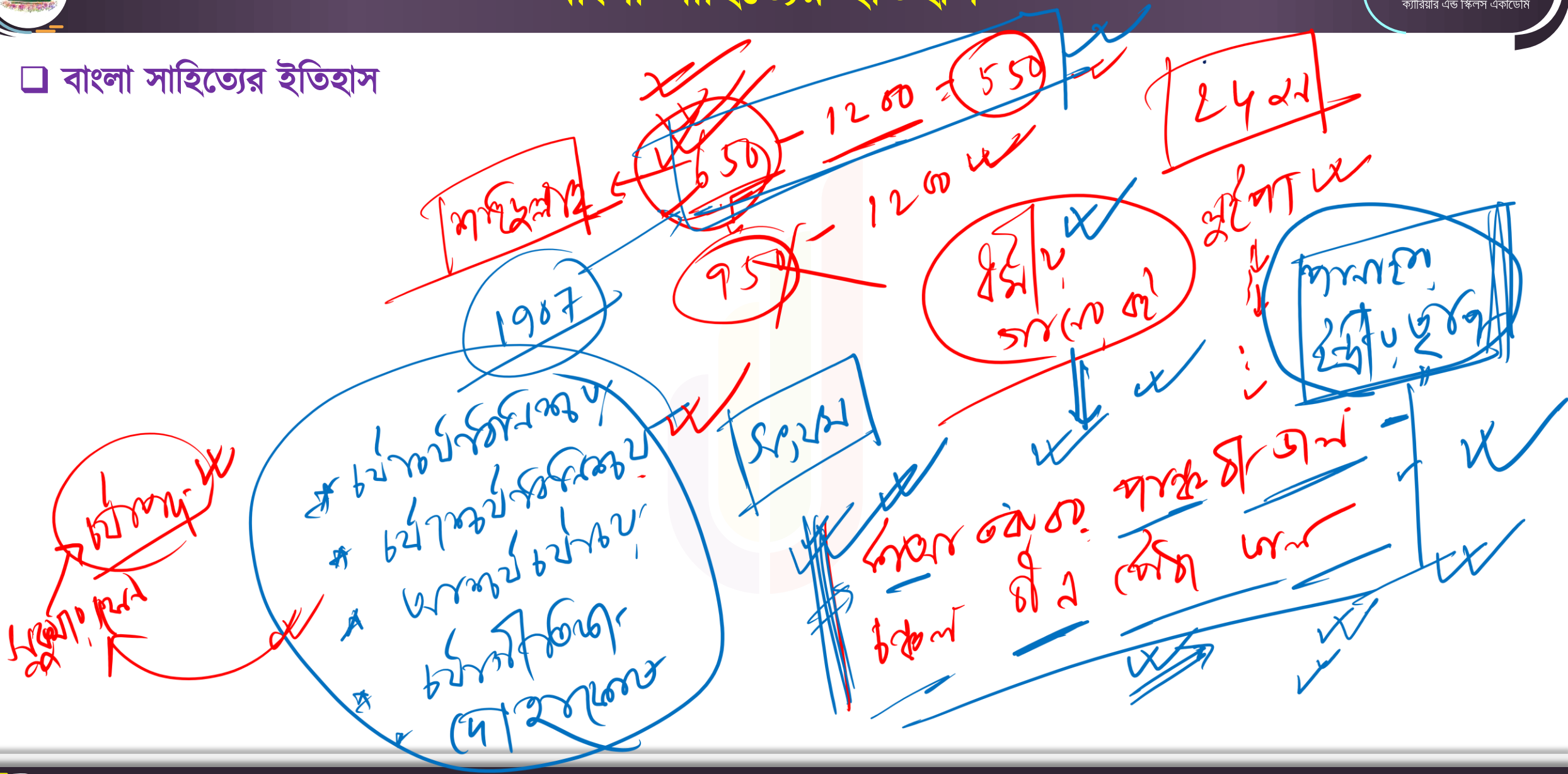
সমন্বিত

সমন্বিত
Dating



বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

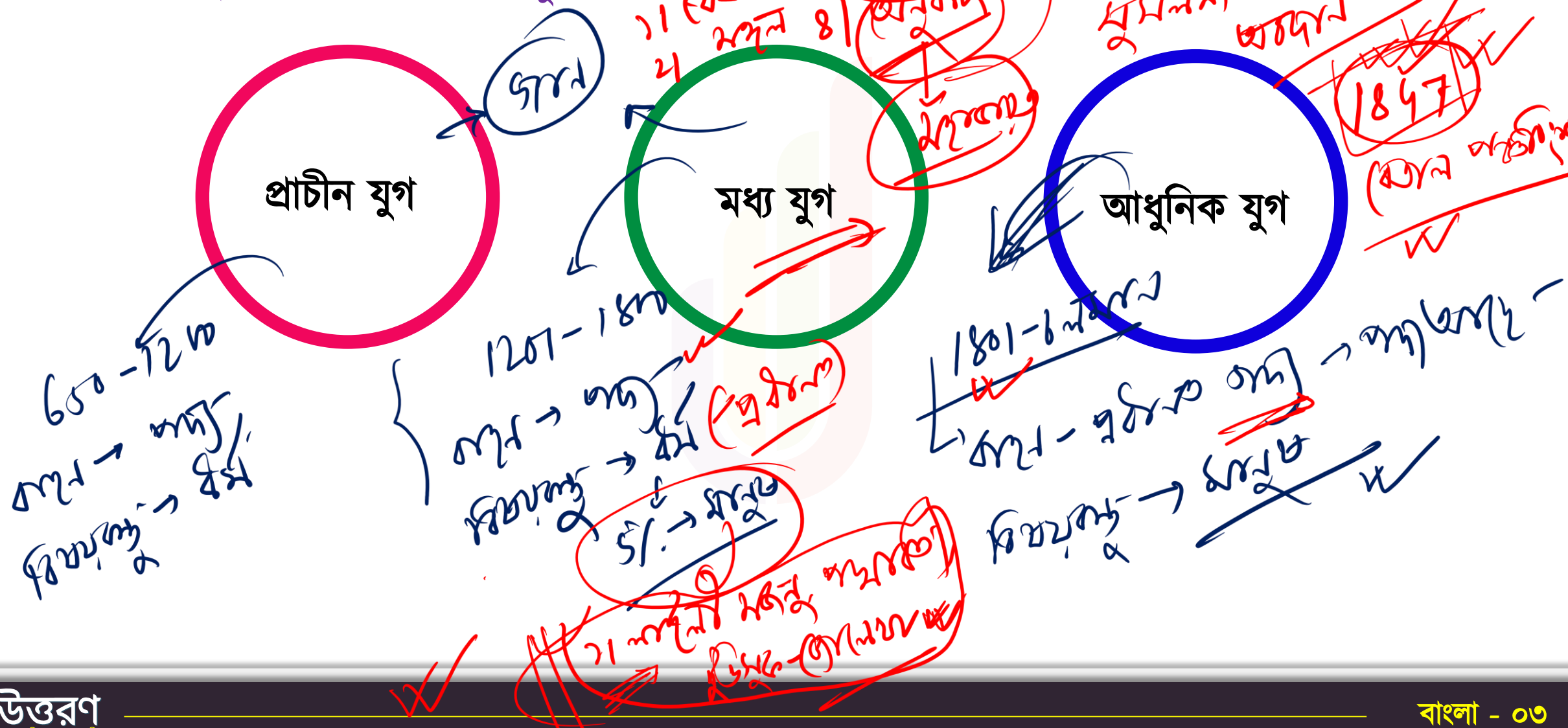
□ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস





বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

□ বাংলা সাহিত্যের সময়কালকে ৩টি যুগে বিভক্ত





বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্য

যুগ	বৈশিষ্ট্য
প্রাচীন যুগ	<ul style="list-style-type: none"> ব্যক্তি/গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা ও ধর্মনির্ভরতা প্রাধান্য পায়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আলোচনা। আধ্যাত্মিক ও আত্মগত ভাবানুভূতি প্রধান।
মধ্যযুগ	<ul style="list-style-type: none"> ধর্ম মুখ্য, মানুষ গৌণ। এ যুগের প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এই যুগেই জীবনী সাহিত্যের সূচনা ঘটে। এ যুগে মুসলিম কবিরাই প্রথম দেব-দেবী তথা ধর্মীয় প্রভাবের বাইরে গিয়ে মানবজীবনের জয়গান গেয়ে কাব্য রচনা করেছেন।
আধুনিক যুগ	<ul style="list-style-type: none"> মানবীয় আবেদন মুখ্য, ধর্ম গৌণ। স্বদেশ প্রেম, মানবতাবোধ, সমাজচেতনা, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদের বিকাশ ঘটে। বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্ম ও বিকাশ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে নিবিড় সংযোগ ঘটে।

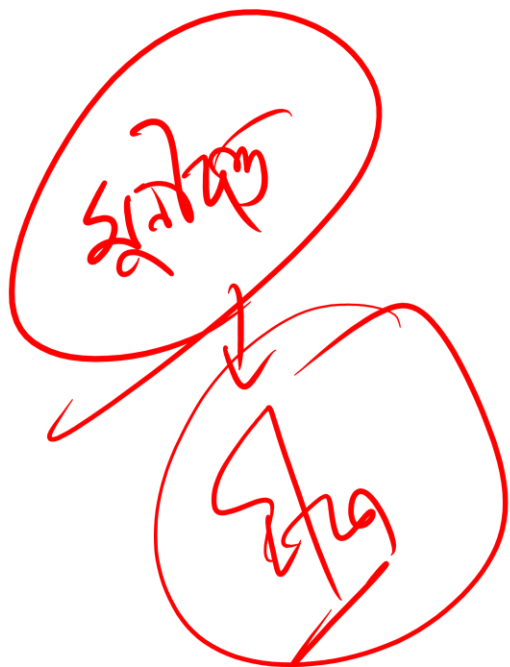
Handwritten notes in red ink:

- যৌকর
- চন্দ্রমহল
- সামাজিক
- ১৪৪৬-১৫৩৩
- ১৯০১-১৯৫১
- ১৯২৩
- উপন্যাস
- ছোটগল্প
- মুসলিম কবিরাই
- মানবজীবনের জয়গান
- দেব-দেবী
- ধর্মীয় প্রভাবের বাইরে
- স্বদেশ প্রেম
- মানবতাবোধ
- সমাজচেতনা
- যুক্তিবাদ
- ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদের বিকাশ
- বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা
- সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্ম ও বিকাশ
- পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে নিবিড় সংযোগ



চর্যাপদ

□ আবিষ্কারের ইতিহাস



মুনীন্দ্রের পদ্য, বৃহৎসহস্র শাস্ত্রী
 ১৯০৭ → কোলকাতা
 Royal Library



৭

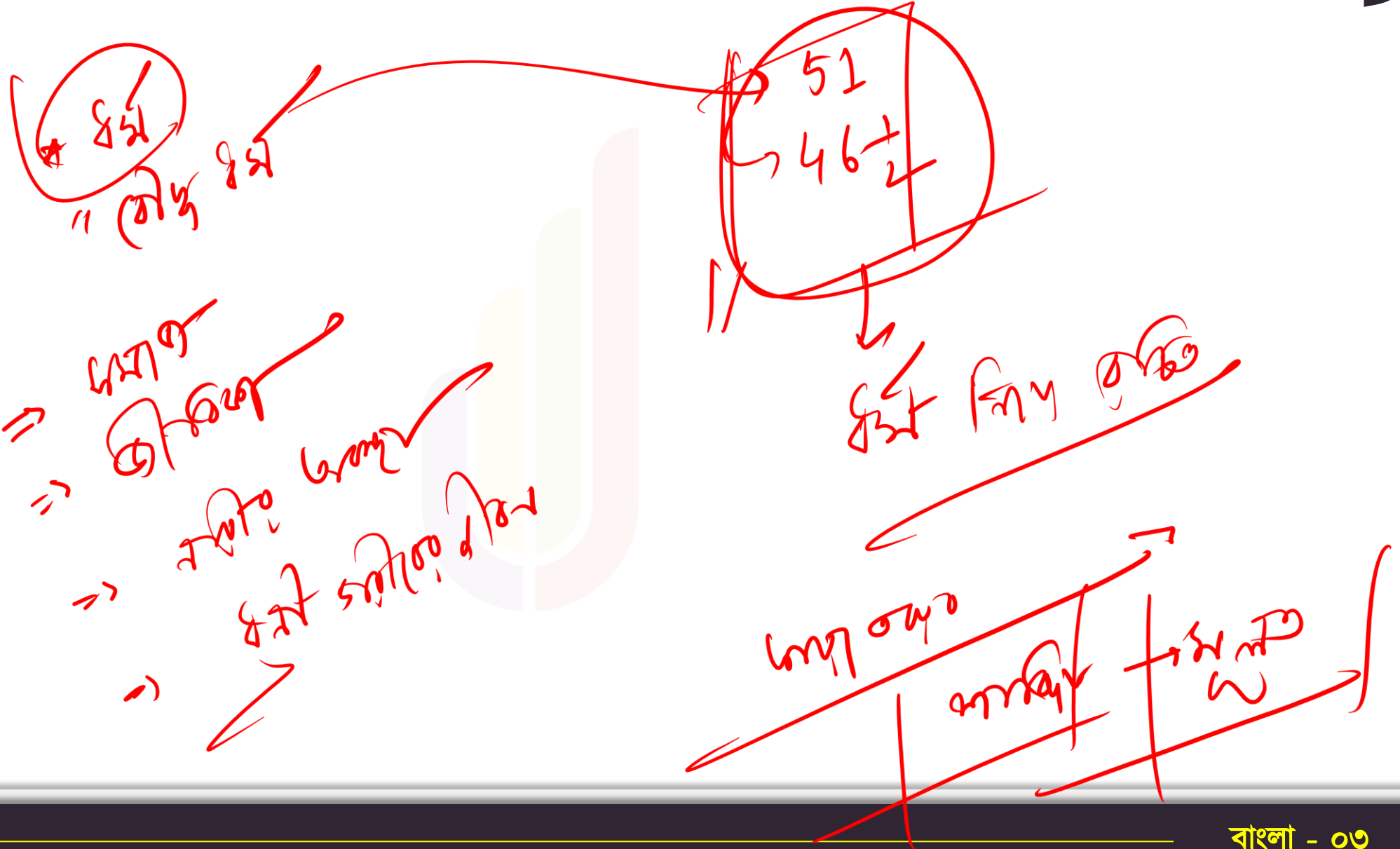
১৯০৮
= কোলকাতা

১৯১৬ → কলকাতা শাস্ত্রী
 শাস্ত্রী
 হাজরা

১৯১০
কলকাতা
কলকাতা হাজরা কোলকাতা
১৯১৩
৩ দফা
↓
কলকাতা



□ বিষয়বস্তু





চর্যাপদ

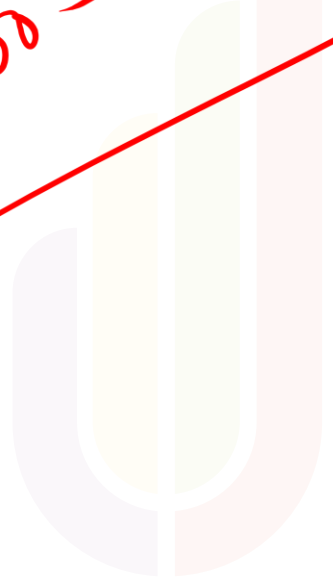
□ নামকরণ

১. সুন্দর → অক্ষয় চর্যাপদ
 ২. হেঁসল (হেঁস) সুন্দর → হেঁসল-চর্যাপদ
 ৩. সুন্দর হেঁসল → হেঁসল-চর্যাপদ
 ৪. চর্যাপদ হেঁসল
 ৫. চর্যাপদ হেঁসল
 ৬. হেঁসল চর্যাপদ
 ৭. হেঁসল চর্যাপদ



□ রচনাকাল

আমি $\rightarrow 6:50 - 12:00$
সুমনী $\rightarrow 9:50 - 12:00$





□ চর্যাপদের ভাষা

সুসভিত্তিকতা

4 ODBL → Origin and Development of Bengali Language

সংস্কৃত
অসমীয়া

ড. মুহম্মদ
আব্দুল হক

বিভক্তি

অসমীয়া (অসমীয়া)
উড়িয়া (উড়িয়া)

মৌখিক
লিখিত

অসমীয়া

সংস্কৃত
বিভক্তি

চর্যাপদ



চর্যাপদ

□ সন্ধ্যাভাষা/সাক্ষ্যভাষা

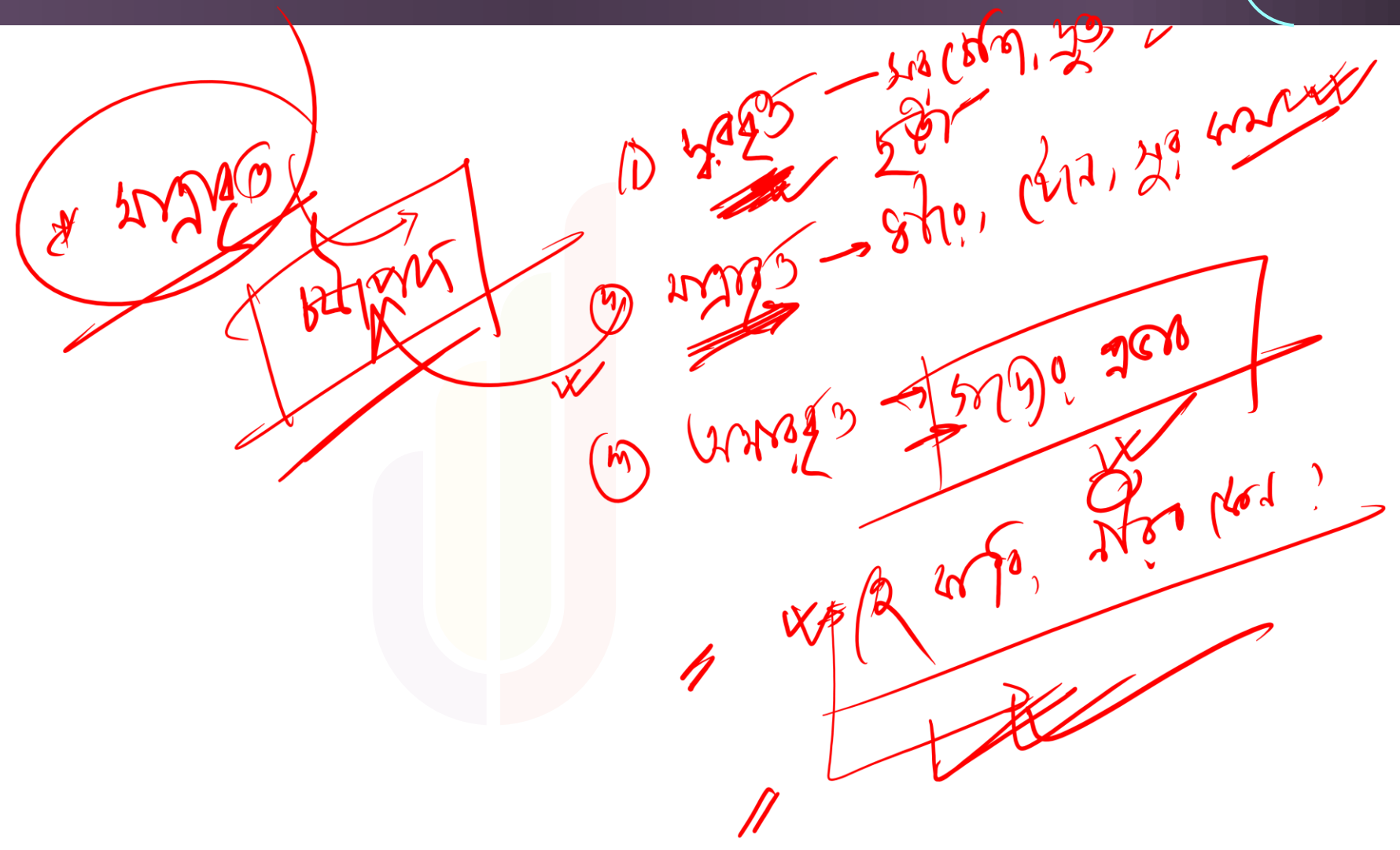
৭

মনুষ্যসংস্কৃতিতে যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ (যেমন) লক্ষ্য করা যায়।
 তেমনি সর্বত্রই যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
 মনুষ্যসংস্কৃতিতে যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
 তেমনি সর্বত্রই যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
 মনুষ্যসংস্কৃতিতে যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
 তেমনি সর্বত্রই যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
 মনুষ্যসংস্কৃতিতে যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।
 তেমনি সর্বত্রই যেমন দুঃখ, অশান্তি, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়।



চর্যাপদ

ছন্দ





চর্যাপদ

পদকর্তার নাম	রচিত পদসংখ্যা	প্রাপ্ত পদসংখ্যা
কাহুপা	১৩টি	১২টি (৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫), তাঁর রচিত ২৪নং পদ পাওয়া যায়নি।
ভুসুকুপা	৮টি	সাড়ে সাতটি (৭.৫ টি) (৬, ২১, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ এবং ২৩নং পদটি অর্ধেক পাওয়া যায়।)
সরহপা	৪টি	৪টি (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯)
কুকুরীপা	৩টি	২টি (২, ২০)
লুইপা	২টি	২ (১, ২৯)
শান্তিপা	২টি	২ (১৫, ২৬)
শবরপা	২টি	২ (২৮, ৫০)

(Handwritten signature and scribbles in blue ink)



চর্যাপদ

□ কাহুপা

কাহুপা
 কাহুপা
 কাহুপা

কাহুপা (কিছু কমে)
 কাহুপা (কিছু কমে)

(১৩)





চর্যাপদ



□ ভুসুকুপা

শান্তি (দে)
 উ → উদ্ভি
 ৭ → ৭
 ৭ → ৭
 ২ → ২

০৮

মৌজা

১২ নিম্নে
 ১১ অসম্মিত
 ১১ অসম্মিত



চর্যাপদ

□ লুইপা

~~আদ্যৈক্যে~~

~~এই অংশে চর্যাপদ লিখবে~~

কোনো বাক্যে
কোনো বাক্যে
কোনো বাক্যে

~~০২~~



শব্দরপা

সংস্কৃত
সংস্কৃত, গুরু
সিদ্ধান্তে
০২



চর্যাপদ

□ সাহিত্যিক মূল্যে চর্যাপদ

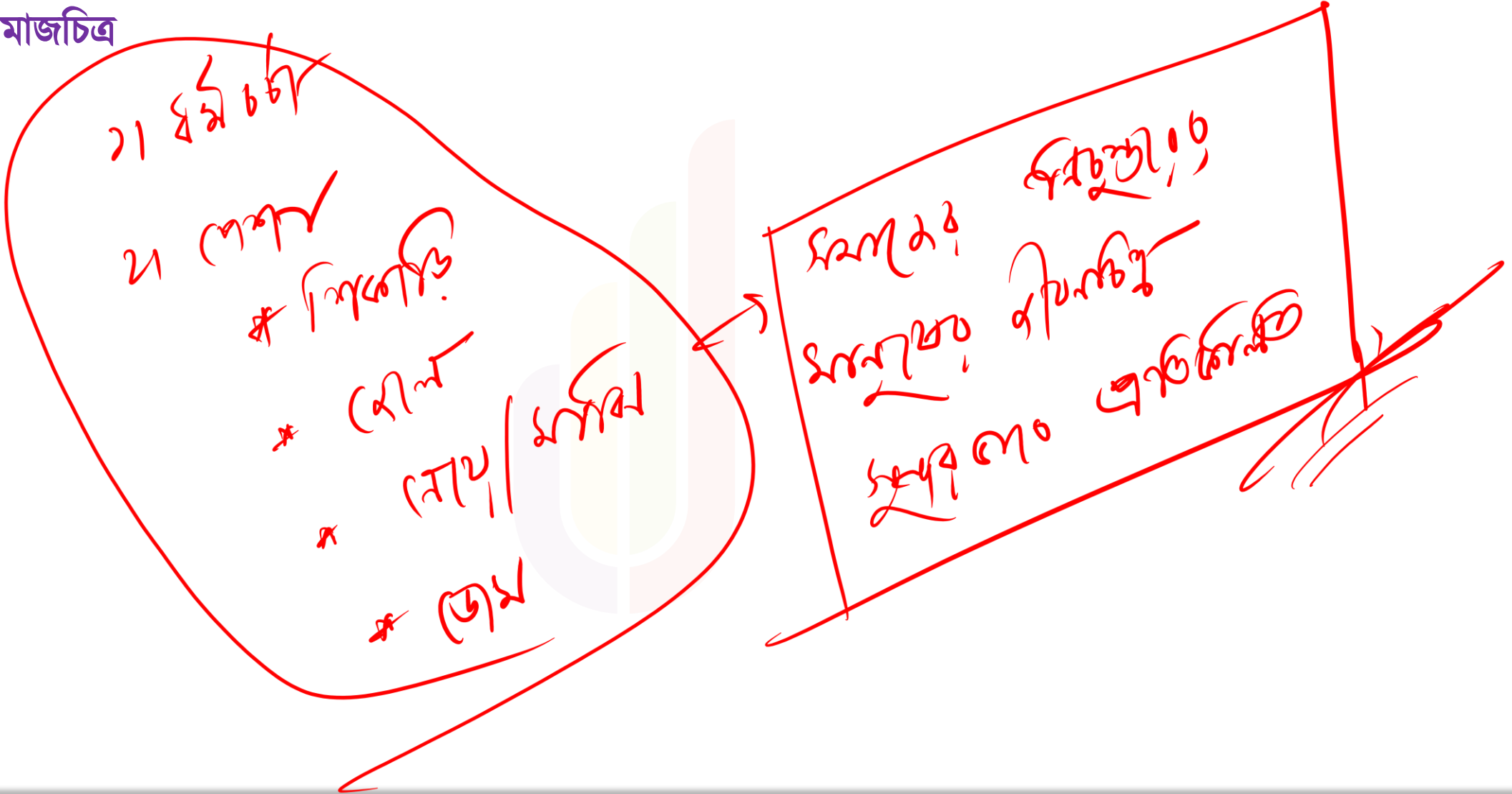
~~১০/১০~~
~~২২~~

১। ১ম মাসিতে
২। ৩য় মাসিতে
৩। চন্দ
৪। কোমর, সিন্ধুদেশ
৫। বৃন্দ

১ম মাসিতে
কোমর
১৪০৮
২০২৫



□ চর্যাপদের সমাজচিত্র





চর্যাপদ

□ চর্যাপদে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা

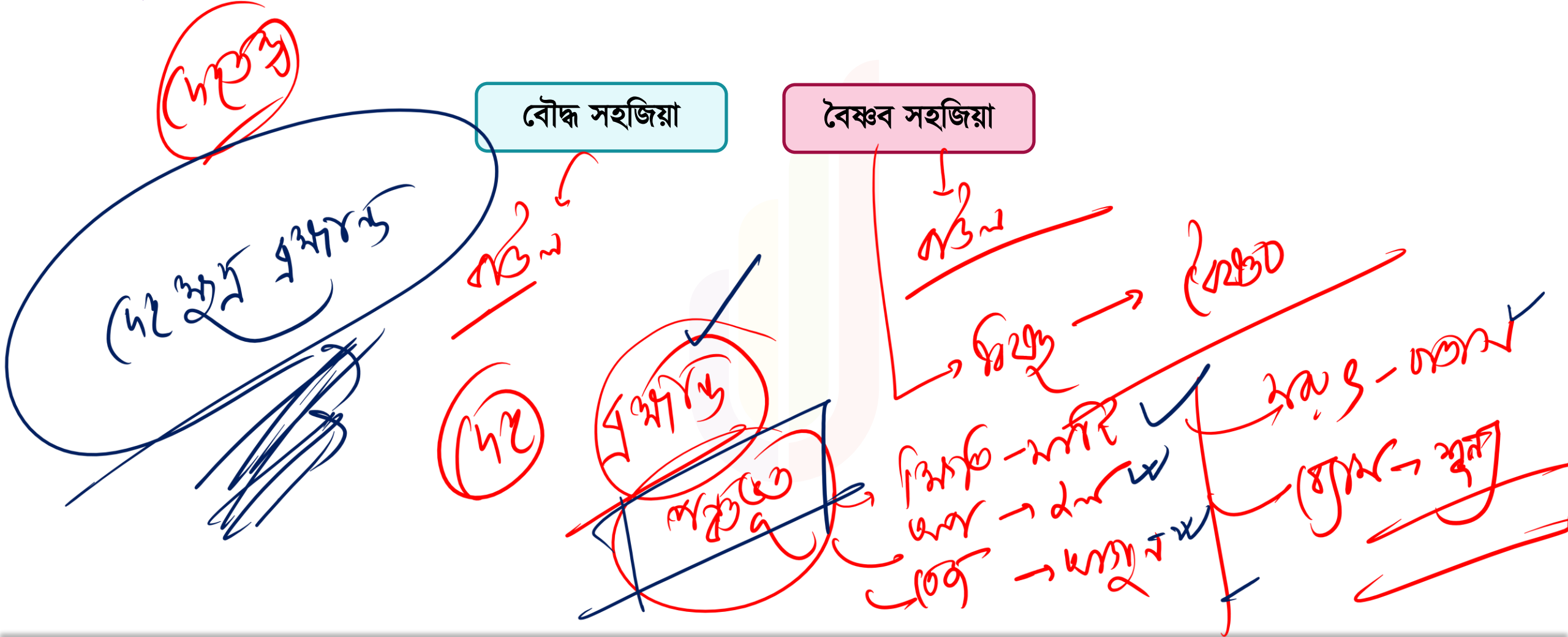


১। কিছু শ্রেণিঃ মনোহর কীর্তি
 ২। স্বর্গীর
 ৩। গাওঁ চাইতে গাওঁ লোক লেখ
 ৪। মাদ্রাসাঃ শুল্কঃ পানশাখারি তোহাঃ হেতুয়ার শ্রী

৩৩, (চৌধুরী, মর্শিদা) ৩৪
 কলকাতা, জোড়হা, তাম্র কলকাতা,
 বিলা



□ সহজিয়া সম্প্রদায়





কয়েকটি চর্যাপদ

পদ	ব্যাখ্যা
কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।।	দেহ গাছের মতো, এর পাঁচটি ডাল/ চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে। এখানে দেহকে পাঁচটি ডাল বিশিষ্ট গাছের সাথে তুলনা করা হয়। আর গাছের ডাল মানবদেহের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। যার মাধ্যমে মানুষের চঞ্চল মনের ভিতর বাহির জগৎকে অনুভব করতে পারে বা প্রবেশ করে।
“টালত মোর ঘর নাহি পরবেসী। হাড়ীত ভাত নাঁহি, নিতি আবেশী।”	টিলার উপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই কিন্তু নিত্য অতিথি আসা যাওয়া করে। এ পদে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবন এবং শ্রেণিভেদ প্রথার বিষয়টি বিধৃত হয়েছে।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।	এখানে খুব অল্প কথায় হরিণের নিজের মাংস নিজের বিপদের কারণ- এটা প্রকাশিত হচ্ছে।



কয়েকটি চর্যাপদ

পদ	ব্যাখ্যা
✓ “আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী”।	এখানে ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে দাবি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর রচিত পদের মাধ্যমে বলেছেন, ‘আজ থেকে ভুসুকু বাঙালি হইলো এবং ঘরে চণ্ডী পূজা শুরু করল।’
✓ “নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ। ছোই ছোই জপি বামহন নাড়িআ”	লোকেরা নগরে বাস করতো, আর ডোম, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকজন নগরের বাইরে জনপদ থেকে বহুদূরে পাহাড়ে, জঙ্গলে মালভূমিতে বাস করতো। এদের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যই শ্রেণিবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকরূপে- ডোমিনী, শরবী ইত্যাদি নারী চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এই রূপক ব্যবহারের মধ্যেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্পর্শ যোগ্যতার ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।



চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য

□ চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য রয়েছে ৬টি-

আপণা মাংসে হরিণা বৈরী (৬ষ্ঠ পদ- ভুসুকুপা)

অর্থ

হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু

দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায় (৩৩তম পদ- ঢেঙুণপা)

অর্থ

দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?

হাতের কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ (৩২তম পদ- সরহপা)

অর্থ

হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণ প্রয়োজন হয় না

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী (৩৩তম পদ- ঢেঙুণপা)

অর্থ

হাড়িতে ভাত নেই তবু প্রতিদিন অতিথি আসে

বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে (৩৯তম পদ- সরহপা)

অর্থ

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল

আন চাহন্তে, আন বিনধা (৪৪তম পদ- কঙ্কণপা)

অর্থ

অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

☎ 09666775566
🌐 www.utoron.academy

